পলিসি ব্রিফ

# ২০২০-২০২১ প্রস্তাবিত জাতীয় বাজেটে ওয়াশ খাতে বাজেট বরাদ্দের পরিস্থিতি

ঢাকা, ২৮ জুন ২০২০

WaterAid PPRC Power and Participation Research Centre unicef for every child

**জাতীয় সংসদে ইতিমধ্যে ২০২০-২০২১ সালের বাজেট উত্থাপন করা হয়েছে। এমন এক সময়ে এ বাজেট পেশ হলো যখন সারা বিশ্বের মতো ভয়াবহ কোভিড-১৯ মহামারীর কবলে বাংলাদেশও বিপদগ্রস্ত। তাই এ বাজেটে স্বাস্থ্যবিধিকে প্রাধান্য দিয়ে ওয়াশ খাতে প্রাপ্য বরাদ্দ রাখাটা অপরিহার্য। ওয়াশ খাতে বরাদ্দের ক্ষেত্রে দীর্ঘদিন ধরে গ্রাম ও শহরের মধ্যে এমনকি বিভিন্ন শহরের মধ্যেও বৈষম্য চলছে। বর্তমান পরিস্থিতি আমাদের এই বার্তা দিচ্ছে যে, এই বৈষম্য দূর করতে হবে। আনতে হবে সমতা। দেখে নেওয়া যাক এবারের বাজেটে ওয়াশ খাতে বরাদ্দের হাল কী।**

- অন্যান্য বছরের মতো ২০২০-২১ অর্থবছরের বাজেটের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে (এডিপি) ওয়াশ খাতে বরাদ্দ বাড়ানোর ধারাবাহিকতা লক্ষ করা গেছে। ২০১৯-২০ অর্থবছরের বাজেটের সংশোধিক এডিপি থেকে এবার ১৪৩২ কোটি টাকা বেশি বরাদ্দ হয়েছে। এডিপির এই বরাদ্দের পাশাপাশি করোনা মহামারি মোকাবিলায় স্বাস্থ্য খাতে অতিরিক্ত ১০ হাজার কোটি টাকা থোক বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে। এ বছর এডিপির স্বাস্থ্যখাতসহ পরিবহণ, শিক্ষা, কৃষিতে মোট বরাদ্দ দুই লাখ পাঁচ হাজার ১৪৫ কোটি টাকা।
- প্রস্তাবিত বাজেট অনুযায়ী, স্বাস্থ্য পরিষেবা বিভাগ মোট ২২ হাজার ৮৮৩ কোটি টাকা বরাদ্দ পাবে। এর মধ্যে এডিপি থেকে আসা পরিচালন ব্যয় ১২ হাজার ৮৩০ কোটি টাকা, উন্নয়ন ব্যয় ১০ হাজার ৫৩ কোটি টাকা। অন্যদিকে মেডিকেল শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ পাবে ছয় হাজার ৩৬৩ কোটি টাকা। এর মধ্যে পরিচালন ব্যয় তিন হাজার ৯১৭ কোটি টাকা এবং উন্নয়ন ব্যয় দুই হাজার ৪৪৬ কোটি টাকা।
- স্বাস্থ্য পরিষেবা বিভাগের বরাদ্দের মধ্যে মানব উন্নয়নে বরাদ্দ প্রস্তাব করা হয়েছে ৪০০ কোটি ৫৮ লাখ টাকা। আর মেডিকেল শিক্ষা ও পরিবার পরিকল্পনা বিভাগের ব্যক্তিগত প্রশিক্ষণ খাতে বরাদ্দ রাখা হয়েছে ২০৩ কোটি ৯৭ লাখ টাকা।
- স্বাস্থ্যখাতে বরাদ্দের বিচার করলে স্বাস্থ্যবিধির ক্ষেত্রে সরকারের প্রতিশ্রুতির বিষয়টি ঠিক পরিস্কার হয় না। কোভিড-১৯ এর বিস্তার রোধে স্বাস্থ্য বিধি একটি সমাধান এবং সুরক্ষার প্রথম ধাপ হিসেবে এখন স্বীকৃত। কিন্তু বিষয়টি এখনো ওয়াশের উপখাত হিসেবে এখনো যথাযথ দৃষ্টি পায়নি। সরকারের এডিপি বরাদ্দ এখনো সচেতনতা বাড়ানো এবং অভিজ্ঞতা বিনিময়ের গৎবাঁধা কর্মসূচি ও পরিবেশগত কিছু বিষয়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ রয়েছে। কিন্তু স্বাস্থ্যবিধি বা হাইজিনের ক্ষেত্রে পরিপূর্ণভাবে এখনো এর প্রকাশ দেখা যায় না।
- আমরা বাজেটের আগে সংবাদ সম্মেলনে আপনাদের সামনে আমাদের প্রত্যাশার কথা তুলে ধরেছিলাম। গত ৮ জুন বাজেটপূর্ববর্তী পলিসি ব্রিফে আমরা বলেছিলাম, এবার বাজেটেকে অবশ্যই কোভিড-১৯ এর অভিজ্ঞতা এবং এসডিজি ৬ এর জটিলতার বিষয়কে মাথায় রাখতে হবে। আর এর ভাবনার মূলে স্বাস্থ্যবিধিকে রাখতে হবে। এর পাশাপাশি প্রতিটি পরিবারে পানি ও সাবানের প্রাপ্যতা নিশ্চিত করার কথা বলা হয়েছিল। জনসমাগমস্থল,বাজার এবং বাস স্টপগুলোতে পানি ও সাবানসহ বেসিনের ব্যবস্থার কথাও বলা হয়েছিল।
- গত ২০১৯-২০ অর্থবছরের বাজেটে স্যানিটেশনকে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছিল কিন্তু উপেক্ষিত ছিল স্বাস্থ্যবিধি খাতটি। এবারের প্রস্তাবিত (২০২০-২১) বাজেটেও ঠিক আগেরবারের পুনরাবৃত্তি হয়েছে। এবার পানি ও স্যানিটেশন থাতেই বড় বরাদ্দ গেছে কিন্তু কিছু পরিবেশমগ বিষয়কে যুক্ত করে স্বাস্থ্যবিধি পেয়েছে সামান্যই। এখানে একটি চিত্রে (চিত্র-১) প্রস্তাবিত বাজেটসহ গত পাঁচ বছরের বাজেটে ওয়াশ উপখাতে বরাদ্দের হিসাব তুলে ধরা হয়েছে। দেখা যাচ্ছে প্রতিবছরই পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে বরাদ্দ বাড়ছে। এটি নিঃসন্দেহে একটি ভালো দিক।

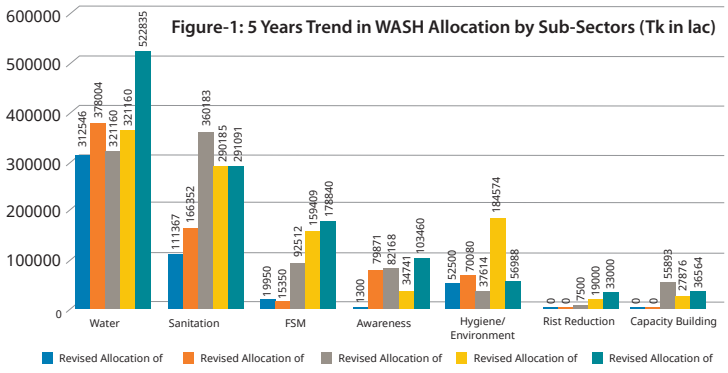

আবার চিত্র-২ এ দেখা যাচ্ছে ২০২০-২১ অর্থবছরের বাজেটে ওয়াশ খাতের বরাদ্দের ৪৩ শতাংশই গেছে সুপেয় পানির প্রাপ্যতা নিশ্চিত করার খাতে। আর স্বাস্থ্যবিধি ৫ শতাংশের কিছু বেশি এবং সক্ষমতা বৃদ্ধির খাত পেয়েছে মাত্র ৩ শতাংশ।

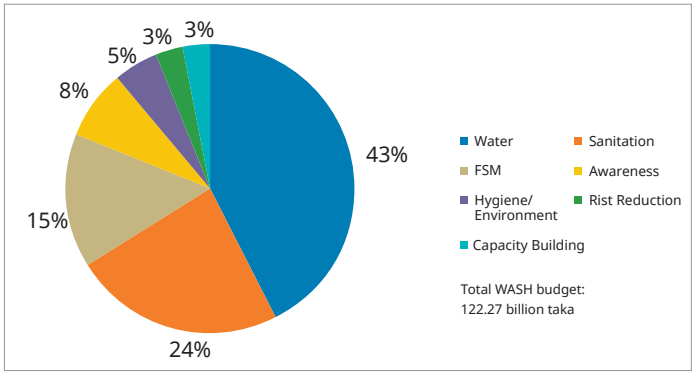


আমরা এর আগে বাজেটে পূর্বের পলিসি ব্রিফিংয়ে স্থানভিত্তিক বরাদ্দ বৈষম্যের দিক তুলে ধরেছিলাম। এ বৈষম্য প্রস্তাবিত বাজেটেও রয়ে গেছে। প্রতিবেদনের সঙ্গে যুক্ত ৩, ৪ ও ৫ নম্বর চিত্রে গ্রাম ও শহরের মধ্যে, চার ওয়াসার মধ্যে এবং ১১টি সিটি করপোরেশনের মধ্যে বরাদ্দ বৈষম্যে তুলে ধরা হয়েছে। কিন্তু আমরা যদি এসডিজি ৬ এর লক্ষ্যমাত্রা পূরণ করতে চাই এবং সরকারও যদি তার প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়ন করতে চায় তবে এসব ক্ষেত্রে সমতা ও ন্যায়বিচার নিশ্চিত করার হবে।

চিত্র-৩ এ দেখা যাচ্ছে দিনের পর দিন গ্রাম ও শহরের বরাদ্দের ব্যবধান বাড়ছে। পাঁচ বছরে বরাদ্দের ক্ষেত্রে কোনো ভিন্নতা নেই।

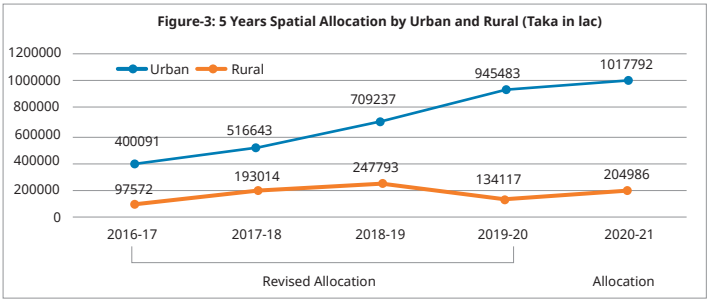


চার ওয়াসার মধ্যে যদি তুলনা করি তাহলে দেখতে পাব গত তিন অর্থবছরের বরাদ্দের নিরিখে খুলনা ওয়াসা সবসময় বঞ্চিত হয়েছে (চিত্র ৪)। বড় স্থাপনা নির্মাণ প্রকল্পে বরাদ্দ গেছে ঢের। এর মধ্যে ঢাকা ওয়াসার দাশেরকান্দি পয়োঃবর্জ্য শোধনাগার প্যান্ট ও সায়েদাবাদ পানি শোধনাগারের ক্ষেত্রে বিপুল বরাদ্দ গেছে। কিন্তু এর ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ সঠিক সময়ে কাজ শেষ করতে হতাশাজনকভাবে ব্যর্থ হয়েছে।

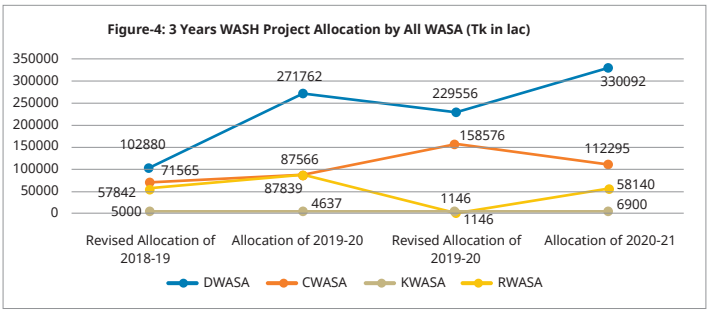


প্রস্তাবিত ২০২০-২১ অর্থবছরের বাজেটে গাজীপুর সিটি করপোরেশন অস্বাভাবিক বরাদ্দ পেয়েছে। তবে দেশের দ্বিতীয় রাজধানী হিসেবে পরিচিত চট্টগ্রামের বরাদ্দ একেবারে নগণ্য। কিন্তু ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশনের বরাদ্দ বলা যায় প্রায় দ্বিগুণ বেড়েছে। সংশোধিত বাজেটের পর এ কিছু সময় পর এ বৃদ্ধির হার একেবারে অস্বাভাবিক। দেশের সব নাগরিকের সমান প্রাপ্যতা নিশ্চিত করতে বরাাদ্দের ক্ষেত্রে সমতা আনা খুব জরুরি। বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির নানা প্রকল্পের সঙ্গে যেসব কর্মকর্তা জড়িত তাদের সক্ষমতা বৃদ্ধি করাটা দরকার। আর দরকার, এসব প্রকল্প যেন যথাসময়ে শেষ হতে পারে সেজন্য শক্তিশালী পরিবীক্ষণ ব্যবস্থা থাকা দরকার। দেশের দুর্গম এলাকার মানুষের জন্য ওয়াশ খাতে বরাদ্দ বাড়াতে হবে। এসব অঞ্চলের মানুষ বঞ্চিতই থাকছে। প্রস্তাবিত বাজেটে উপকূলীয় এলাকার জন্য ভালো আকারের বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে। ঘূর্ণিঝড় আম্পানের ক্ষতি মেটাতেই সম্ভবত এই অগ্রগতি। ওয়াশ খাতে দিন দিন বরাদ্দ বাড়ছে। এটা নিঃসন্দেহে ভালো দিক। কিন্তু আমরা যদি গত এক দশকের জিডিপি ও উন্নয়ন বাজেটের মোট বরাদ্দের চিত্রের দিকে তাকাই তাহলে এটা বুঝা যায় যে আনুপাতিক হারে কিন্তু ওয়াশ বরাদ্দ বাড়েনি।

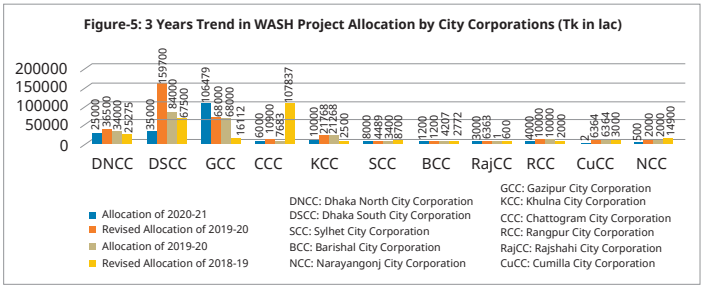


বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির নানা প্রকল্পের সঙ্গে যেসব কর্মকর্তা জড়িত তাদের সক্ষমতা বৃদ্ধি করাটা দরকার। আর দরকার, এসব প্রকল্প যেন যথাসময়ে শেষ হতে পারে সেজন্য শক্তিশালী পরিবীক্ষণ ব্যবস্থা থাকা দরকার। দেশের দুর্গম এলাকার মানুষের জন্য ওয়াশ খাতে বরাদ্দ বাড়াতে হবে।

এসব অঞ্চলের মানুষ বঞ্চিতই থাকছে। প্রস্তাবিত বাজেটে উপকূলীয় এলাকার জন্য ভালো আকারের বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে। ঘূর্ণিঝড় আম্পানের ক্ষতি মেটাতেই সম্ভবত এই অগ্রগতি। ওয়াশ খাতে দিন দিন বরাদ্দ বাড়ছে। এটা নিঃসন্দেহে ভালো দিক। কিন্তু আমরা যদি গত এক দশকের জিডিপি ও উন্নয়ন বাজেটের মোট বরাদ্দের চিত্রের দিকে তাকাই তাহলে এটা বুঝা যায় যে আনুপাতিক হারে কিন্তু ওয়াশ বরাদ্দ বাড়েনি।

ওয়াশ খাতে প্রাপ্যতা নিশ্চিত করার জন্য আগামীতে যেসব প্রকল্প আসছে সেগুলো দক্ষভাবে সম্পন্ন করাটা একটা জরুরি বিষয়। এখানে উল্লেখ করা যায় যে, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (ডিপিএইচই) দুর্গম এলাকার জন্য বেশ কয়েকটি প্রকল্প শুরু করেছে। এসব প্রকল্পের উল্লেখ এডিপিতে উল্লেখ আছে (অনুমোদন ও বরাদ্দহীন এসব প্রকল্প বর্তমান এডিপিতে আছে)। এসব প্রকল্প যাতে সুচারুরূপে চলতে পারে সেজন্য যথাযথ পদক্ষেপ নিতে হবে। আর এসব বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে দক্ষতার বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে।

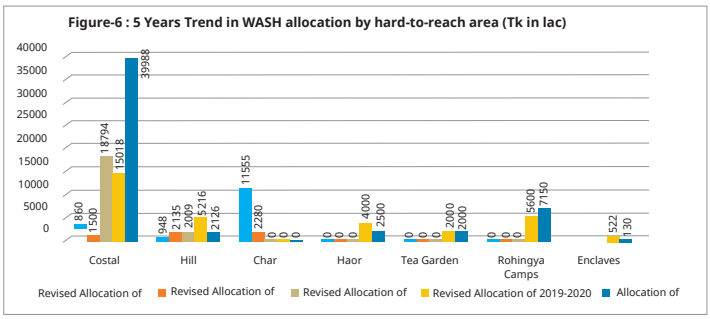

জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে ঝুঁকিপূর্ণ এলাকাগুলোতে ওয়াশ খাতের বরাদ্দে ইতিবাচক উন্নতি ঘটেছে। গত কয়েক বছর ধরে সরকার জলবায়ু সংক্রান্ত সরকারি ব্যয় তদারকির জন্য জলবায়ু বাজেট তৈরি করছে। এ উদ্যোগ উৎসাহব্যঞ্জক। এর মধ্যে জলবায়ু পরিবর্তনের ক্ষেত্রে ঝুঁকিপূর্ণ এলাকায় পানি ও স্যানিটেশনের কর্মসূচিগুলোও আছে। বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন কৌশল ও কর্মপরিকল্পনার অঙ্গীভূত এটি।

চলতি বছর জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকিপূর্ণ এলাকাগুলোতে পানি ও স্যানিটেশন সংক্রান্ত কর্মসূচিগুলোতে বরাদ্দা দেওয়া হয়েছে ৭০০ কোটি টাকা। এটি গত বছরের বরাদ্দের চেয়ে ২৬ শতাংশ বেশি। আগে একটা ভিন্ন ধরণের প্রবণতা দেখা যেত সেখানে সংশোধিত বাজেটে বেশি বরাদ্দ দেওয়া হতো। এটি অন্য খাতের বরাদ্দের একেবারে বিপরীত। অন্য খাতগুলোতে সংশোধিত বাজেটে বরাদ্দ সাধারণত কম হতো।

পানি ও স্যানিটেশন কর্মসূচির বরাদ্দের সিংহভাগ যায় স্থানীয় সরকার বিভাগের (এলজিডি) কাছে। কিন্তু স্বাস্থ্য পরিষেবা বিভাগের জন্য এ সংক্রান্ত কোনো বরাদ্দ নেই। মাঠ পর্যায়ের স্বাস্থ্য কেন্দ্রের ওয়াশ কর্মকান্ডের জন্য এটা ভালো বিষয় হিসেবে ধরা যায় না। প্রান্তিক মানুষের পরিষেবার ক্ষেত্রে এটি বিঘ্ন সৃষ্টি করবে।

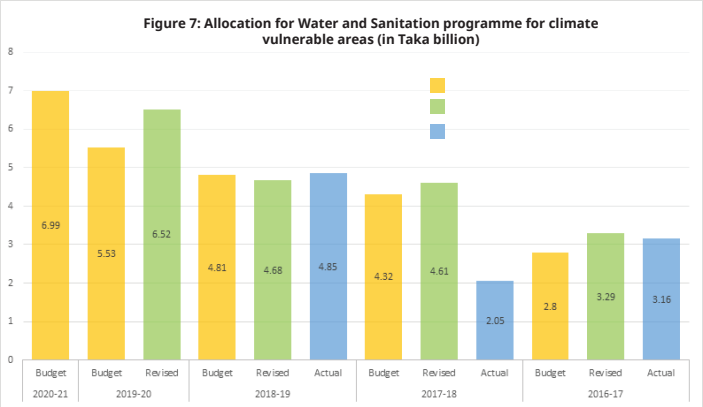


চিত্র ৮ এ ওয়াশ বাজেট বরাদ্দের উর্ধ্বাভিমুখী প্রবনাত প্রশংসনীয়। এটা সরকারের ওয়াশ খাতে বরাদ্দেরা প্রতিশ্রুতির উত্তম প্রতিফলদন।

গত এক দশকে ওয়াশ বরাদ্দের ঊর্ধমুখী প্রবনাত সত্ত্বেও জিডিপি এর বৃদ্ধি এবং উন্নয়ন বাজেটের তুলনায় তার গুরুত্ব এখনও নিচের দিকে।

## সীমাবদ্ধতা ও চ্যালেঞ্জ সমূহ:

- এখনো ক্ষেত্রে বাজেট বরাদ্দের ক্ষেত্রে অঞ্চলভিত্তিক বৈষম্য রয়েই গেছে। এ বৈষম্য গ্রাম ও শহরের, চার ওয়াসার মধ্যে এবং সিটি করপোরেশনগুলোর মধ্যেও স্পষ্ট এখনো। কোভিড-১৯ মহামারির এ সময়ে দেশের দরিদ্র মানুষদের বাজার ব্যবস্থার অনুকম্পা বা দয়ার ওপর ছেড়ে দেওয়া কখনই উচিত নয়।
- এখনো পর্যন্ত দেশের দুর্গম অঞ্চলে ওয়াশ ব্যবস্থা নিশ্চিত করা যায়নি।
- এখনো পর্যন্ত স্বাস্থ্যবিধিকে যথাযথভাবে ধর্তব্যের মধ্যে আনা হয়নি। এ ক্ষেত্রটি বলা যায় দৃষ্টিসীমার বাইরের রয়ে গেছে। অথচ বাস্তবতা হলো, কোভিড-১৯ এর ভয়াবহতার সঙ্গে লড়াইয়ে সবচেয়ে বেশি জায়গাতে দৃষ্টি দেওয়া উচিত এই স্বাস্থ্যবিধিতেই।
- অবকাঠামো খাতে বাজেটে বরাদ্দ অবশ্যই দেওয়া দরকার। কিন্ত এর পাশাপাশি সক্ষমতা বৃদ্ধির ক্ষেত্রেও বরাদ্দ নিশ্চিত করতে হবে। কিন্তু সেই দিকটি যথাযথভাবে দৃষ্টি পায়নি।
- এখনো এসডিজি ৬ এর লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের ক্ষেত্রে জটিলতা এখনো একটি বড় চ্যালেঞ্জ।
- রাজনৈতিক প্রতিশ্রুতি নিশ্চিত করতে হবে এবং এর বাস্তবায়ন দেখাতে হবে।

## ২০২০-২১ সালের প্রস্তাবিত বাজেটে ওয়াশ খাতে বাজেট বরাদ্দের জন্য সুপারিশ

- জনস্বাস্থ্য এবং মহামারী প্রস্তুতির এক অত্যাবশ্যক হাতিয়ার হিসাবে স্বাস্থ্যবিধিটিকে অগ্রাধিকার দিতে হবে। দেশব্যাপী বড় ধরণের স্বাস্থ্যবিধি প্রচারণা কার্যক্রম এবং সাবান-পানির ব্যবস্থাসহ পাবলিক হ্যান্ড ওয়াশিং পয়ন্টে স্থাপনে বিষয়ক কাজে বিনিয়োগ করতে হবে।
- কোভিড-১৯ প্রতিরোধ এবং এ থেকে সুরক্ষাকে প্রাধান্য দিয়ে এবং ভবিষ্যতে এ জাতীয় মাহামারীর প্রাদুর্ভাব থেকে মানুষের সুরক্ষায় দ্রুত ওয়াশ খাতে বরাদ্দ বাড়াতে হবে। সেই সঙ্গে স্বাস্থ্যবিধি পরিষেবার মধ্যে হাইজিন বা স্বাস্থবিধি ও ওয়াশকে যুক্ত করতে হবে। এক্ষেত্রে দুর্গম এলাকা এবং অন্যান্য প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর দিকে বিশেষ নজর দিতে হবে।
- লক্ষ্য সুনির্দিষ্ট করতে এবং ওয়াশ খাতের বিনিয়োগে যথাযথ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে এ খাতের বরাদ্দ ব্যয় ঠিকমতো হচ্ছে কি না সেগুলোর ঠিকমত নজরদারি করতে হবে। এর পাশাপাশি একেবারে প্রান্তের মানুষের প্রয়োজনও বুঝতে হবে।
- ওয়াশ পরিষেবাকে সার্বজনীন করতেও এ খাতে অর্থায়নকে প্রাধান্য দিতে বিভিন্ন পরিকল্পনার দলিল যেমন পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা, সেক্টর ডেভেলপমেন্ট প্যানে যেসব প্রতিশ্রুতি আছে সেগুলোর বাস্তবায়ন করতে হবে। এ ক্ষেত্রে চরম দরিদ্র মানুষ এবং সবচেয়ে প্রান্তিক মানুষকে প্রাধান্য দিতে হবে।
- জাতীয় নীতি ও প্রকল্প বাস্তবায়ন যথাযথরুপে করার জন্য বাস্তবায়নকারী প্রতিষ্ঠানগুলোর কারিগরী সক্ষমতা বাড়াতে বিনিয়োগ করতে হবে। বিশেষ করে হাইজিন এবং পয়োঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনার মতো যেসব খাত এখনো পিছিয়ে আছে সেসবে গুরুত্ব দিতে হবে। জনস্বাস্থ্যের জন্য এসব বিষয় জরুরি।
- সুপেয় পানি প্রাপ্তির ক্ষেত্রে এ খাতে বিপুল ভর্তুকি পাওয়া শহুরে গ্রাহক এবং উপকূল অঞ্চলের প্রান্তিক মানুষ, বস্তিবাসী অন্যান্য দুর্গম এলাকার মানুষের মধ্যে চরম বৈষম্য আছে। এ বিষয়টির দিকে নজর দিতে হবে। আর প্রগ্রেসিভ বিলিংয়ের (সক্ষমতা বুঝে বিল নির্ধারন) মতো উপায় বের করতে হবে।
- মহামারী প্রতিরোধের প্রস্তুতির ক্ষেত্রে এবং জনস্বাস্থ্যের জন্য হাইজিনকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি ক্ষেত্র হিসেবে অগ্রাধিকার দিতে হবে। দেশব্যাপী হাইজিন সংক্রান্ত প্রচারে বৃহৎ আকারে বিনিয়োগ করতে হবে। বিভিন্ন এলাকায় সাবান ও পানি দিয়ে মানুষের হাত ধোয়ার ব্যবস্থা করতে হবে।